দৈনন্দিন

রেখা দাস

আমাদের প্রতিদিনকার ব্যবহারের বিভিন্ন সামগ্রীর বিজ্ঞাপনগুলো টেলিভিশন বা সিনেমার পর্দা ছেড়ে এখন ঢুকে পড়েছে আমাদের রোজকার ঘরের মধ্যে জীবনে। আমাদের পরস্পরের কথাবার্তাও এখন হয় বিজ্ঞাপনের ভাষাতেই। কিন্তু আসলে কি ঘটে?

স্বামী ঃ- শীলা, বাথরুমে আমার স্নানের জল রেখেছো তো?

শীলা ঃ- হ্যাঁ রেখেছি, বাথরুমে ঢুকেই দেখোনা! না দেখে শুধু চিৎকার কর কেন?

স্বামী ঃ- উঃ! এই ব্লেডগুলো হয়েছে যাচ্ছেতাই! শীলা কিছু কর।

শীলা ঃ- কি হল আবার?

স্বামী ঃ- সেভিং করতে গিয়ে গালটা কেটে রক্ত বের হচ্ছে।

শীলা ঃ- এই নাও বোরোলিন! কাটা জায়গায় লাগিয়ে দাও।

ছেলে ঃ- মা, তাড়াতাড়ি কর। ইস্কুলের বাস এসে পড়বে যে!

শীলা ঃ- যাচ্ছি, যাচ্ছি। দেখি, জামাটা পরতো! হাত দুটো উঁচু কর — হয়েছে, দেখি প্যান্টের বেল্ট লাগিয়ে দিই। ঠিক আছে। এবার চট করে হরলিকসটা খেয়ে নে তো।

ছেলে ঃ- আমার হরলিকস খেতে ভাল লাগে না, ও দিদুন, মাকে বলোনা।

ঠাকুমা ঃ- না দাদুভাই, ও কথা বলেনা। হরলিকস না খেলে তুমি ডাক্তার হবে কি করে? হরলিকসে ক্যালসিয়াম আছে, হাড় শক্ত করে, মজবুত করে, স্মৃতি শক্তি বাড়ায়।

ননদ ঃ- বৌদি রান্না হলো? কলেজের সময় হয়ে গেছে।

শীলা ঃ- এই তো ভাই, ৫ মিনিটে কুকমীর কারিপেষ্ট দিয়ে ফুল কপি তৈরি করছি।

ননদ ঃ- বৌদি দারুণ! "মেরি পসন্দ কি সবজি"।

স্বামী ঃ- শীলা, আমার পুরানো টি শার্টটা কোথায়?

শীলা ঃ- আলমারীর মধ্যে হ্যাঙারে টাঙানো আছে।

স্বামী ঃ- আরে, এটা তো নতুন টি-শার্ট, কবে কিনলে?

শীলা ঃ- না মশাই, ওটা পুরানো, এরিয়াল দিয়ে ধোয়া বলে নতুন লাগছে।

স্বামী ঃ- সত্যিই! এরিয়ালের জবাব নেই।

শাশুড়ি ঃ- বৌমা, পানের সুপারি কেটে রেখেছো?

শীলা ঃ- কাটছি মা, উঃ!

শাশুড়ি ঃ- কি হল বৌমা? হাতটা কাটলো তো? একটু দেখে শুনে কাজ করতে পার না, তাড়াহুড়ো করার কি আছে? এই নাও water proof ব্যান্ডএড, তোমাকে তো জলেও কাজ করতে হয়। শোনো, এখন আর সুপারি কাটতে হবে না।

শীলা ঃ- বাঁচা গেল, এখন একটু বসি। উঃ যা গরম

পড়েছে না — খৈতানের হাওয়াও যেন গায়ে লাগছে না। সানন্দাটা টিভির উপরে ছিল, কোথায় রাখলাম? আজকাল দেখছি, আমার কিছু মনে থাকছে না। একটা ব্রোনোলিয়া খেতেই হবে। ২টো ৩০ বাজে, সিরিয়ালটা বুঝি শুরু হয়ে গেল। (শাসভি কভি বহু থি) গল্পটা ভালই দেখাচ্ছে।

টিং টং

শীলা ঃ- মনে হয় লক্ষ্মী এল।

শাশুড়ি ঃ- বৌমা দরজাটা খুলে দাও তো।

শীলা ঃ- যা-ই মা। (দরজাটা নিজে একটু খুলে দিতে পারতো) ঠান্ডা হয়ে টিভি দেখবো তাও শান্তি নেই। এই যে লক্ষ্মী বাসনগুলো একটু ভাল করে মাজিস।

লক্ষী ঃ- এর থেকে ভাল করে পরিষ্কার করতে পারবোনি বৌদিমনি। যদি গুডোপিক আনিয়ে দাও তো চেষ্টা করে দেখতে পারি।

শীলা ঃ- ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুই যা কাজ কর গিয়ে। আর শোন আমাকে এক গ্লাস ঠান্ডা রসনা দিয়ে যাস তো, এই গরমে খালি জল খেতে ইচ্ছে করছে।

১ ঘন্টা পর

লক্ষী ঃ- বৌদিমনি আমার কাজ শেষ। আমি আসি। দরজাটা দিয়ে দাও।

শীলা ঃ- থাক তুই দরজাটা ভেজিয়ে যাস। সাড়ে চারটা বাজে, দীপু এবং তোর দাদাবাবু এখনি ফিরবে।

ছেলে আর স্বামী বাইরে থেকে ঢুকলো

ছেলে ঃ- মামনি খুব খিদে পেয়েছে।

শীলা ঃ- দু মিনিটে ম্যাগি তৈরী করে দিচ্ছি, ততক্ষণ তুমি স্কুলের ড্রেস ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে নাও।

স্বামী ঃ- বাপরে বাপ! জান আজ এতো গরম পড়েছে না, অফিসে কাজ করতে ভাল লাগছিল না, শরীরটা বড় ক্লান্ত, একগ্লাস গ্লুকন ডি বানিয়ে দেবে শীলা?

শীলা ঃ- এই নাও, এটা খেয়ে স্নান করে ফ্রেশ হয়ে নাও।

স্বামী ঃ- এই শোন ডেটল সাবান এনেছো? সকালে দেখছিলাম ওটা প্রায় শেষ হয়ে গেছে।

শীলা ঃ- ও কিছু না, কোমরটা একটু ব্যথা করছে।

স্বামী ঃ- আলমারীতে মুভ আছে, লাগিয়ে নাও। শুতে এলেই তোমার শরীরে যত রকম ব্যথা শুরু হয় — আমার এসব একদম ভাল লাগেনা। আমি শুতে গেলাম। মুভটা লাগিয়ে, আলোটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিও।

শীলা ঃ- যাও, বাথরুমে রাখা আছে, তাড়াতাড়ি বাথরুম থেকে বেরিও, আমি টেবিলে চা আনছি।

স্বামী ঃ- সঙ্গে ব্রিটানিয়া মারি দিও, কিন্তু।

শীলা ঃ- বাবা, আপনাকেও চা দেবো?

শ্বশুর ঃ- হ্যাঁ বৌমা, দাও। বৌমা আজ ডিনারে চিকেন করবে?

শীলা ঃ- হ্যাঁ বাবা। আরামবাগের তাজা মুরগী এনেছে আপনার ছেলে।

ছেলে ঃ- মামনি, আমিও চিকেন খাব।

স্বামী ঃ- শীলা তোমার হাতে আরামবাগের চিকেনটা খুব ভাল হয়। কি মশলাটা ব্যবহার করো বলতো?

শীলা ঃ- বাদশা চিকেন মশালা। মা আপনিও কি চিকেন খাবেন?

শাশুড়ি ঃ- না বৌমা, আমার পেটটা ঠিক ভাল নেই। আমাকে সুপ দিও — ম্যাগি চিকেন ক্লিয়ার সুপ। আর শোন, মনে করে জেলুসিলের বোতলটা আমার বেডরুমের টেবিলে রেখে দিও।

রাতে খাবার পর —

শ্বশুর ঃ- বৌমা —

শীলা ঃ- হ্যাঁ, বাবা কিছু বলবেন?

শ্বশুর ঃ- আরথিনের শিশিটা একটু দিয়ে যাবে মা, বাতের ব্যাথাটা আবার বেড়েছে।

শীলা ঃ- আপনি চেয়ারে বসুনি বাবা, আমি এনে লাগিয়ে দিচ্ছি।

শ্বশুর ঃ- না, না, বৌমা তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। আমি নিজেই লাগিয়ে নিতে পারবো। তুমি আর কত করবে মা, সারাদিন একটু বিশ্রাম করতে পার না।

শীলা ঃ- তাতে কি হয়েছে বাবা, আমার তাতে কোন অসুবিধা হবে না।

শ্বশুর ঃ- না বৌমা, তুমি শুতে যাও রাত হয়ে গেছে। তোমাকে আবার সকালে উঠতে হবে। নিলুর সকালে অফিস আছে।

শোবার ঘর। স্বামী (নিলু) বিছানার উপর বসে আছে — শীলা ঘরে ঢোকে।

শীলা ঃ- আঃ —

স্বামী (নিলু) ঃ- কি হল আবার?

শীলা ঃ- বাঃ! মুভটা আমাকে এখন নিজেই লাগাতে হবে। টিভির পর্দায় অনেক কিছুই হয় — কখনো শাশুড়ি লাগিয়ে দেয়, কখনো বা স্বামী, কখনো বা ছেলে! সত্যিকারের জীবনে তা মনে হয় কোনদিন হয় না। সব টিভির পর্দাতেই রয়ে যায়।